

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস আনসারুল্লাহ্ হল্যান্ড



বিস্তৃত পরিসরে ধর্মীয় এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করলেন হুযূর আকদাস

১৫ আগস্ট ২০২১, মজলিস আনসারুল্লাহ্ (চল্লিশোর্ধ্ব আহমদী পুরুষদের অঙ্গ-সংগঠন) হল্যান্ডের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (কার্যনির্বাহী পরিষদ) এবং আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভারুয়াল আনুষ্ঠানিক সভায় যোগদানের এবং সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভায় সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলার (কার্যনির্বাহী পরিষদের) সদস্যগণ হল্যান্ডের, নুনস্পীটে অবস্থিত বায়তুন নূর মসজিদ কমপ্লেক্স থেকে যোগদান করেন।

৬০-মিনিটের এই সভায়, উপস্থিত সকলেই হুযূর আকদাসের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান এবং ন্যাশনাল আমেলার সদস্যগণ তাদের নিজ নিজ বিভাগীয় কর্মকাণ্ডের একটি রিপোর্ট পেশ করে বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা চাওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

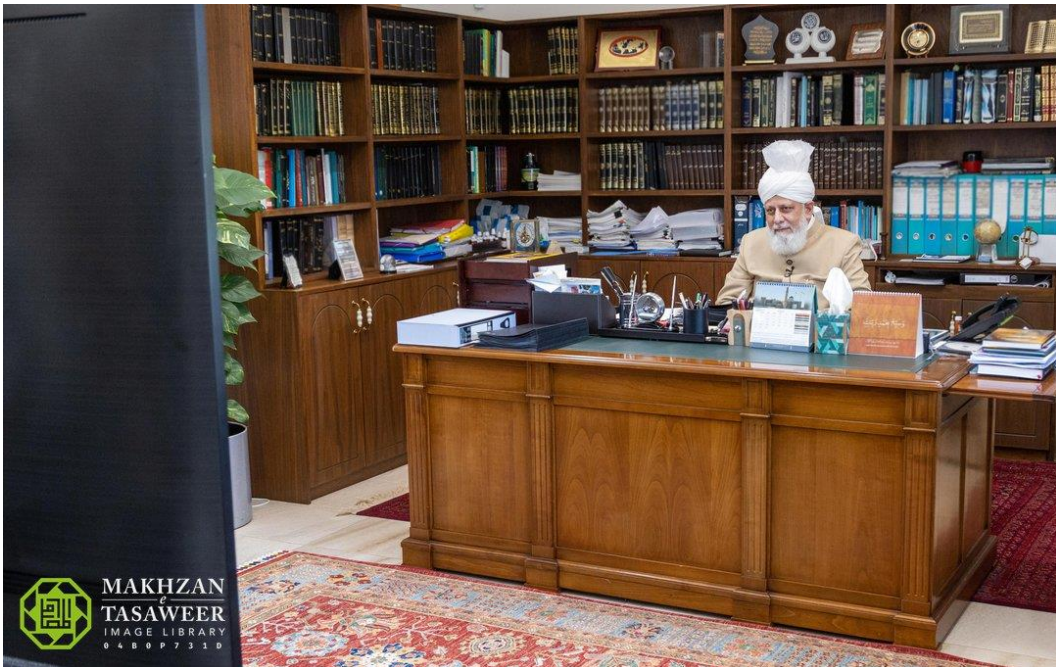
হুযূর আকদাস মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যদের নিয়মিত সাইকেল চালাতে উৎসাহিত করেন এবং বলেন যে, এর পাশাপাশি বয়স বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে সুস্বাস্থ্য ও ফিটনেস (দৈহিক সক্ষমতা) নিশ্চিত করতে তাদের অন্যান্য খেলাধুলা এবং শারীরিক কর্মকাণ্ডেও যুক্ত হওয়া উচিত। হুযূর আকদাস বলেন যে, বয়স বাড়ার প্রক্রিয়ায় কারো মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বড় একটি উপাদান। যদি কোন ব্যক্তি ইতিবাচক মন-মানসিকতা বজায় রাখেন এবং 'মনের দিক থেকে তরুণ' থাকেন তাহলে সেটি সাধারণভাবে তাদের সুস্বাস্থ্য ও প্রশান্তির ওপর ইতিবাচক প্রভাব রাখবে।

ধর্মীয় শিক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত কয়েদ তালিম-এর সাথে কথা বলতে গিয়ে হুযূর আকদাস জানতে চান, এবছর পাঠের জন্য সদস্যদেরকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন বইটি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। হুযূর আকদাস বলেন



যে, অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রথমে পদাধিকারীদের ওপর মনোযোগ দিতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে যারা আছেন তাদের দিয়ে শুরু করে, এরপর আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পদাধিকারীদের, এবং এরপরে সেই সকল সদস্যের যারা কোন দায়িত্বে নেই। হুযূর আকদাস বলেন যে, সকল দিক থেকে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পদাধিকারীগণের জন্য এটি আবশ্যিক যে, তারা যেন দৃষ্টান্ত স্থাপন করার মাধ্যমে নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর কখনো অন্যদের নিকট এমন কোনো দাবি না করেন, যা তারা নিজেরা অনুশীলন করেন না।

হুযূর আকদাস আরো নির্দেশনা প্রদান করেন যে, ইসলামের বাণী প্রচারের প্রয়াসসমূহ বৃদ্ধি করা উচিত, যেন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে আরও বৃহত্তর সচেতনতা সৃষ্টি হয়। আর তিনি বলেন যে, অন্যান্য অঙ্গ-সংগঠন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মূল কাঠামোর সাথে সমন্বয় করে মজলিস আনসারুল্লাহর একটি জোরদার প্রয়াস গ্রহণ করা উচিত, যা সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রভাব বিস্তার করবে।



হুযূর আকদাস আরো পরামর্শ দেন যে, মজলিস আনসারুল্লাহর খেদমতে খাল্ক বিভাগের পক্ষ থেকে আফ্রিকার দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় পানির পাম্প বসানোর অথবা স্থানীয় গ্রামবাসীর জন্য মৌলিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি ‘মডেল পল্লী’ নির্মাণের একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া উচিত।

সভার শেষ প্রান্তে, অংশগ্রহণকারীদের একজন হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান, ঐ সকল পদাধিকারী যারা অনুভব করেন যে, মজলিস আনসারুল্লাহতে তাদের সেবা অন্যরা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেন না, তাদেরকে কী পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

উত্তরে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“যদি পদাধিকারীগণ মানুষের খাতিরে কাজ করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই (যদি যথাযথ মূল্যায়ন না হয়) তাদের বীতশ্পৃহ বোধ করা উচিত। কিন্তু, যদি তাদের সেবা কেবলমাত্র আল্লাহ তা’লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তবে তাদের কখনো হতোদ্যম বোধ করা উচিত নয়। ... সুতরাং, আপনাদের এ বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত এবং এরপর থেকে এ ঘোষণা করা উচিত যে, আমাদেরকে আল্লাহ তা’লার খাতিরে সেবা করতে হবে। আর যদি আমরা তাঁর খাতিরে কাজ করে থাকি, তাহলে যদি অন্য মানুষ আমাদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করেন, বা যদি আমরা তাদের সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত হই, তাহলে এ নিয়ে আমাদের কোনো ঘুম নষ্ট হবে না। ... বিশেষ করে, আনসার সদস্য হিসেবে, আপনারা শিশু নন; বরং পরিপক্ব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ; আর তাই, যদিও বা কেউ আপনাকে নিরুৎসাহিত করার মত কিছু বলেও বসেন, এটি আপনাকে খুব একটা প্রভাবিত বা হতোদ্যম করা উচিত নয়।”



হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“আসুন, আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহৎ চরিত্রের দিকে দৃষ্টি দিই। আল্লাহর রসূল হিসেবে প্রত্যাдиষ্ট হওয়ার পর, তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ করেন; আর যদিও তারা তাদেরকে পরিবেশন করা খাবার খেয়ে নেন, তারা তাঁর বাণী শোনার জন্য একটুখানি বসার সৌজন্যও প্রকাশ করেন নি। নিঃসন্দেহে এটি নিরুৎসাহিত বোধ করার একটি কারণ হতে পারতো; কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কি মনোবল হারিয়েছিলেন? না! বরং এর কিছুদিন পরে তিনি তাদেরকে আবার আমন্ত্রণ জানালেন এবং এবার খাবার পরিবেশন করার পূর্বেই তাদের সামনে বাণীটির প্রচার করলেন। তারা খাবার খেলেন, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর পয়গামে সাড়া না দিয়ে চলে গেলেন; কেননা, তারা এক হঠকারী জাতি ছিলেন। তবুও কি মহানবী (সা.) হতাশ এবং ব্যর্থ মনোরথ হয়েছিলেন? নিশ্চয়ই না!”

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“সুতরাং, সকল পদাধিকারীসহ, প্রত্যেকেরই নিজের মাঝে এক দৃঢ় অঙ্গীকার এবং নৈতিক মনোবল গড়ে তোলা উচিত; যেন তাদের বিরুদ্ধে যদিওবা মিথ্যা অপবাদ লাগানো হয় বা তাদেরকে কোনভাবে বিক্রপ করা হয়, তবুও তারা যেন কখনো চিন্তিত বা বিচলিত হয়ে না পড়েন। বরং তাদের নিজেদের মাঝে এই মানসিকতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া উচিত যে, তারা আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সেবা করছেন, আর যখন তারা তাঁর খাতিরে সেবায় নিয়োজিত আছেন, তখন তাদের কোন ব্যক্তির প্রশংসা বা নিরুৎসাহব্যঞ্জক আচরণের কোন পরোয়া করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা সেই একক সত্তা, যিনি আমাদের কাজের প্রতিদান দিবেন; আর তাই তাদের উচিত, কোন মানুষের দিকে মুখ না ফিরিয়ে কেবলমাত্র তাঁর কাছেই প্রতিদান যাচনা করা।”